দৈনিক ইনকিলাব
৬ দৈনিক ইনকিলাব
112
তারিখ 01 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ঃ একটি সুমহান ঐতিহ্যের ফসল

শামসুল ইসলাম

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা 'র‍্যাগডে' নামক যে বিজাতীয় উৎসবটি পালন করতো, তার পরিবর্তে কয়েক বছর আগে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালনের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। মাঝখানে দু'তিন বছর অনিবার্য কারণে এ দিবস পালন করা সম্ভব হয়নি। এবার আবার দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হবে বলে জানা গেছে এবং এ জন্যে আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠান সার্থক করে তোলার প্রস্তুতি পর্বও সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম যখন র‍্যাগডের পরিবর্তে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন সকল মহল কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হয়েছে। সকলেই ছাত্রদের বিজাতীয় ও অসুন্দর ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে একটি সুন্দর কর্মসূচী গ্রহণের পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শিক্ষক মণ্ডলী, অভিভাবকবৃন্দ এবং সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা হয়েছিলেন দারুণ খুশী।

পূর্বে র‍্যাগডে পালনের সময় যে কাণ্ডকারখানা ঘটতো সে সব ছিলো সত্যিকার অর্থে শালীনতাবর্জিত, নীতি জ্ঞান বিবর্জিত এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এক চরম রূপ। ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনকও ছিলো। তখন শিক্ষা সমাপনী উৎসব হিসেবে পালিত এই র‍্যাগডে উপলক্ষে ছাত্ররা কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে শরীরে ও মুখে রং মেখে বিচিত্র ধরনের যান-বাহনে চেপে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, এমনকি ক্যাম্পাসের বাইরেও এমন আচরণ করতো যা ছিলো অত্যন্ত অশালীন ও অভব্য। আশ্চর্যের বিষয় কখনো কখনো দু'চারজন ছাত্রীও এদের উচ্ছৃংখল আচরণের সঙ্গিনী হতো। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও রং মাখামাখি করে তারা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধাতো। এদের প্রধান শিকার ছিলো ছাত্রী নিবাস দু'টির ছাত্রীরা। প্রায় জোর করেই এরা ছাত্রী নিবাসে ঢুকে ছাত্রীদের রং দিয়ে গোসল করিয়ে দিতো।

ছুটোছুটি এবং ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদীর ফলে পুরো ব্যাপারটা উৎসবের পরিবর্তে একটি বিভৎস ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন চেহারা নিতো। ক্যাম্পাস এলাকা দিয়ে যারাই যেতো তাদেরও রং দিয়ে গোসল করানো হতো। রিকশা ও গাড়ী থামিয়ে মহিলাদের গায়ে রং ঢেলে দেয়া হতো। এর প্রতিবাদ করারও উপায় ছিলো না। প্রতিবাদ করলে অবস্থা আরো খারাপ হতো।

এ ছাড়া আগের রাত থেকেই শুরু হতো বিরামহীন পটকা ফুটানো। গভীর রাতে পটকা ফোটার বিকট শব্দে আশেপাশের আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা রীতিমতো আতংকিত হয়ে পড়তেন।

র‍্যাগডের এই উচ্ছৃংখলতা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু মোটেই পছন্দ করতো না। এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা, এমন কি হাতাহাতিও

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর

হতো। অপ্রীতিকর ঘটনার জের অনেক সময় বহুদূর পর্যন্ত গড়াতো। র‍্যাগডে উপলক্ষে এ ধরনের বিজাতীয় এবং অশালীন উৎসব জনসাধারণও পছন্দ করতো না। তারা মনে করতো, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের থেকে উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে যারা বেরিয়ে আসছে তাদের আচরণের মধ্যে যদি এমন উচ্ছৃংখলতা ও চরম অভব্যতা এবং অশালীনতা প্রকাশ পায় তাহলে তারা এতদিন ধরে যে শিক্ষা লাভ করলো তার ফল হলো কি? ঐ ধরনের আচরণতো অশিক্ষিত ও কুরুচিসম্পন্ন লোকরাই করে থাকে?

শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। নিন্দনীয় র‍্যাগডের বিশ্রী উৎসব বন্ধ হয়েছে। এজন্যে আমরা আনন্দিত। আমরা আরো আনন্দিত যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে পালিত এ দিনটিতে আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো রুচিসম্পন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা ঐতিহ্য আছে এই অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে সেটা পূর্ণাঙ্গরূপে ফুটে উঠবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ অস্থিরতায় ভুগছে। সর্বগ্রাসী হতাশা এসে তাদের মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে নৈতিকতার ভরাডুবি ঘটাচ্ছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় তরুণদের এমন এক সর্বনাশা পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে, তারা পাপ-পুণ্যের বিচার করার মতো বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলছে। সেইসঙ্গে যেন স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হচ্ছে বিবেকের দংশন।

এখন শিক্ষাঙ্গনের দিকে তাকালে আমরা সেখানকার সামগ্রিক পরিবেশ দেখে শিউরে উঠি। সন্ত্রাস ও হানাহানির ফলে শিক্ষার পথ যেনো রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি অতীতেও ছিলো। কিন্তু তা বর্তমানের মতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নিতো না। এখন প্রতিপক্ষ ছাত্রদলগুলোর মধ্যে যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও হিংসার মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, অতীতে তা ছিলো অকল্পনীয়। প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধের অবিশ্বাস্য অবক্ষয়ই এ জন্যে দায়ী। এ অবক্ষয় অবশ্য রাতারাতি আসেনি। ধীরে ধীরে বিজাতীয় ঐতিহ্যের বিষাক্ত রজ্জু এসে বেঁধে ফেলেছে এদের। নিজেদের স্বকীয়তা ভুলে এরা বাইরের সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক অনুশাসন এই বিজাতীয় ঐতিহ্যকে সহ্য করতে চায়নি। তখনই বেধেছে সংঘর্ষ। তরুণরা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহী, নতুনের প্রতি আগ্রহী। তাই সামাজিক অনুশাসনের ভরাকুটিকে তারুণ্যের স্বাভাবিক দীপ্তি দিয়ে উপেক্ষা করতে চেয়েছে। অথচ পদে পদে পেয়েছে বাধা। আর তাই তারা হয়ে উঠেছে বেশী মাত্রায় উচ্ছৃংখল। অবশ্য তাদের এই বিপথগামিতার জন্যে সকল দোষ শুধু তাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে আমাদেরও কিছু করণীয় ছিলো। যারা দেশ ও সমাজ শাসন করছেন তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন এ বিষয়টি?

স্বাধীনতার পরে আমরা তরুণ সমাজকে কি দিতে পেরেছি? সত্যি কথা বলতে কি, কিছুই দিতে পারিনি। যে তরুণরা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করলো তাদের স্বাধীনতার পরে সুপথে পরিচালিত করার কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা দেয়া হয়নি।

বরং দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের উস্কে দেয়া হয়েছিলো, বিপথে পরিচালিত করা হয়েছিলো দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায়। একবার যদি তারুণ্যের প্রবল স্রোতকে বিপথে পরিচালিত করা হয় তাহলে তার গতিরোধ করা যে সহজসাধ্য নয় সে কথা নতুনভাবে বলার প্রয়োজন পড়ে না। বরং প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র বালির বস্তা একটা অসহায় প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ স্রোতের তোড়ে সে বস্তাই ভেসে যাবে এবং তাই গিয়েছে। প্রথম যে ভুল করা হয়েছিলো তা শোধরানোর জন্যে এখন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা দরকার। আর সেটি বাস্তবায়নের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ কোন পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলে তার ফল অনুকূল নাও হতে পারে।

বর্তমানে র‍্যাগডের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের যে রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, গভীর অন্ধকারের মধ্যেও এটাকে আমরা আশার আলো বলে মনে করি। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই আলো ছড়িয়ে পড়ুক এটাই প্রত্যাশা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে আর একটি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা রং-কাদা নিয়ে উচ্ছৃংখল আচরণ করে অনেকের নিন্দা কুড়িয়েছে। পত্রিকায় এখবর বেরিয়েছিলো। পুরোনো রীতি অনুসরণ করে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস দু'টিতেও ঢুকে রং ছিটিয়েছে। অথচ ঐ ছাত্রী নিবাস দু'টোর সঙ্গে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আমরা আশা করবো, এখনো যারা র‍্যাগডের মতো অশালীন উৎসব করতে আগ্রহী তারা নিজেদের ঐতিহ্যের কথা নতুন করে স্মরণ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সুন্দরভাবে উৎসব করার শিক্ষা গ্রহণ করবে। অবশ্য আমরা এ কথা বলছি না যে, নিজেদের ভুল তারা বুঝতে পারছে না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে সবাই সুন্দরভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপরে তুলে ধরবে এটাও আমরা বিশ্বাস করি। পরিশেষে বলবোঃ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস অক্ষয় হোক।